যুগান্তর

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে নতুন ফর্মুলা

রফিকুল ইসলাম রতন

পিজি হাসপাতালকে পৃথকভাবে সরকারিকরণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পরিবর্তন এনে বর্তমান অচলাবস্থা দূরীকরণের চেষ্টা চলছে। ড্যাবের সমর্থনে আন্দোলনরত কর্মচারীদের দাবির মুখে এ পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে হাসপাতাল সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হলে দ্বৈত প্রশাসন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হবে বলেও অনেকের ধারণা। কর্মচারী ও বিএনপি সমর্থক ডাক্তারদের একটি অংশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে আগের আইপিজিএমআর করার পক্ষেও জোর তদবির চালাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও অধিকাংশ ডাক্তারই স্বায়ত্তশাসিত বর্তমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ও দু'জন প্রো-ভিসির জায়গায় নতুন নিয়োগের জন্য কয়েকজনের নাম আলোচনায় এসেছে। ইতিমধ্যে রাতের আঁধারে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের পূর্ব দিকের গেটের বিরাট নিয়ন সাইনবোর্ড ও পিতলে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' লেখা কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে কর্মচারী ও ড্যাবের আন্দোলনের ফলে এখানে প্রায় অচলাবস্থা বিরাজ করলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নিশ্চুপ থাকায় সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে।

সরকারি পিজি হাসপাতাল স্বায়ত্তশাসিত ইউনিভার্সিটি

সূত্র জানায়, পিজি হাসপাতাল পৃথক করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নুরুন্নবী, ড্যাবের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক এমএ হাদী এবং বর্তমানে কর্মরত ইএনটি বিভাগের অধ্যাপক আলাউদ্দিনের নাম আলোচনায় এসেছে। প্রো-ভিসি হিসাবে এসেছে ডারমোটোলজির অধ্যাপক এমএ মান্নানের নাম। কেউ কেউ বিএমএ'র সাবেক সভাপতি অধ্যাপক এমএ মাজেদের নামও বলছেন ভিসি বা প্রো-ভিসি হিসাবে। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানানোর জন্য কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক সমিতি পৃথকভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য একাধিক চিঠি দিলেও তারা এ পর্যন্ত সাক্ষাতের সময়

ফর্মুলা : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

ফর্মুলা : অচলাবস্থা নিরসনে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পাননি।

সরকার পরিবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের দাবিতে কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করলে প্রতিষ্ঠানটিতে অচলাবস্থা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক অধ্যাপক মাহমুদ হাসান গত ১০ অক্টোবর থেকে আর অফিসে আসছেন না। প্রো-ভিসি অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব ও অধ্যাপক কেএম ইকবাল কয়েকদিন অফিসে এলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও একাডেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তারাও অফিসে আসছেন না প্রায় ১৫ দিন ধরে। ফলে গোটা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম একদিকে যেমন প্রায় বন্ধের পথে, তেমনি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি পুরো পরিস্থিতি সামাল দিয়ে সব কিছু সচল রাখার চেষ্টা করলেও বন্ধ হয়ে গেছে ভর্তি ফরম বিক্রি এবং অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভর্তি পরীক্ষাসহ অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম। আগামী ৩০ নভেম্বর এমডি ও এম এস ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কামরুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, সেই পাকিস্তান আমল থেকেই এদেশের ডাক্তারদের দাবি ছিল একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। বিগত ৩০ বছরে প্রতিটি সরকারই এই দাবি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউ তা পূরণ করেনি। তারা যুক্তি দেখায় বঙ্গবন্ধুর নামে এদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই অথচ পাকিস্তানে জিন্নাহর নামে ভারতে নেহেরুর নামেসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই স্বাধীনতার স্থপতির নামে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আওয়ামী লীগ সরকার ৩১ জুলাই '৯৭ আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত ও রূপান্তরিত করে। শুরু থেকেই এখানকার সাধারণ কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকলে তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত বা কাজে ফাঁকি দিতে পারত বিশ্ববিদ্যালয় হলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু বিগত তিন বছরে স্বায়ত্তশাসিত এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পরিবর্তন এসেছে। কাজের গতি ও চিকিৎসার মান এবং গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। বাইরের তুলনায় সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানেই কম মূল্যে করা হচ্ছে। দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। স্ব-উপার্জিত এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই দেশের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও বড় ধরনের অবদান রাখছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখানে আউটডোরে রোগী দেখেন, উন্নত চিকিৎসা দেন, রোগের ওপর আধুনিক গবেষণা করেন- তারপরও যদি কেউ এর অস্তিত্ব বিপন্ন করতে চান তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক জীবন দিয়ে হলেও তা প্রতিরোধ করবে।